আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার ৯ মার্চ ২০১৬

বাজারের চাহিদা মেটাতে পাবদা মাছের চাষ

বিশ্বজিৎ গোস্বামী

পাবদা মিষ্টি জলের মাছ। খেতে খুবই ভাল, নরম, সুস্বাদু, উচ্চ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। কিন্তু চাহিদা ভাল থাকা সত্ত্বেও এখন পাবদা মাছের বড় আকাল। ক্ষেতে যথেচ্ছ জীবাণুনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ, জলাশয়ে মৎস্যভুক মাছ মারতে নির্বিচারে বিষ, নদীনালায় শহর ও শিল্পের বর্জ্য নিক্ষেপ, নদীর উপরে বাঁধ— পাবদার জোগান কমে যাওয়ার কারণ অনেক। সমাধান একটাই— প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে এই মাছের ডিম উৎপাদন করে চাষ।

কী ভাবে তা করবেন? জেনে নিন সংক্ষেপে।

প্রজনন

পাবদার প্রজনন ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। এক বছরেই পাবদা বেড়ে প্রজননের উপযোগী হয়ে ওঠে। পুরুষ পাবদা কিছুটা আগে পূর্ণবর্ধিত হয়। পুরুষ পাবদার ক্ষেত্রে বক্ষ সংলগ্ন পাখনার কাঁটা স্ত্রী পাবদার তুলনায় লম্বা ও মোটা। ডিম ছাড়ার আগে আনুষঙ্গিক লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে স্ফীত ও নরম উদর। ডিম ছাড়ার আগে বর্ষাকালে (জুন থেকে অগস্ট)। স্ত্রী ও পুরুষ পাবদা খাল-বিল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে জড়ো হয়, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের জন্য।

প্রণোদিত প্রজনন

এই সময় পূর্ণবর্ধিত পাবদা বিলের মুখ ও নদীর মোহনা থেকে ধরে প্রণোদিত প্রজনন করানো যায়। প্রণোদিত প্রজনন অর্থাৎ হরমোন ইনজেকশনের সাহায্যে মাছেদের প্রজনন ক্রিয়ায় প্রণোদিত করে বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়িয়ে অসংখ্য ডিমপোনা তৈরি।

● প্রজননের আগে মাছেদের প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে।

● স্ত্রী মাছে প্রতি কেজি দেহের ওজনে ৩ মিলি হারে ওভাপ্রিম (সিন্থেটিক হরমোন) ইনজেক্ট করে ৬-৮ ঘণ্টা পর পেটে চাপ দিয়ে ডিম বের করে নেওয়া হয়।

● শুক্রাণু পাওয়ার জন্য পুরুষ মাছের পেট কেটে শুক্রাশয় বের করে আনা হয়। এরপর ওই শুক্রাশয় কুচিয়ে পরিশোধিত জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভাসমান শুক্রাণু তৈরি করা হয়।

● এবার ডিমের সঙ্গে শুক্রাণু মেশাতে হবে। সাধারণত ২৮-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জলের তাপমাত্রায় নিষিক্ত ডিম থেকে ১৮-২০ ঘণ্টার মধ্যে ডিম পোনা (হ্যাচলিং) পাওয়া যায়।

● আঁতুড় পুকুরে ১৫-১৮ দিনের মধ্যে ডিম পোনা ধানি পোনাতে রূপান্তরিত হয়। আকারে ১০-১২ মিমি এই ধানিপোনার উপযুক্ত খাবার হল জলজ প্রাণিকণা। ৫ দিন পরে টিউবিফেক্স খাদ্য হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

● ৩৫-৪৫ দিনের মধ্যে ধানিপোনা ৪০-৪৫ মিমি আকারে দাঁড়ালে আঁতুড় পুকুর থেকে পুকুরে যাওয়ার উপযোগী হয়েছে বলা যায়।

● উপযুক্ত পরিমাণে জৈব সার (প্রতি হেক্টরে ২০,০০০ কেজি গোবর) প্রয়োগ করে পুকুর তৈরির পর মৃগেল ছাড়া অন্য ৩-৫ রকম মাছের সঙ্গে পাবদা চাষ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জলে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ চারাপোনা বা আঙুলপোনা মজুত করা সম্ভব।

● আঙুলপোনা ছাড়ার পর সেগুলির পরিপূরক খাবার হিসাবে শতকরা ৩-৫ ভাগ ফিশ মিল অবশ্যই দিতে হবে।

লেখক দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৎস্যবিজ্ঞানী।

■ আপনার প্র
গ্র্যাফটিং করার
কারণ এক্ষেত্রে হ
বিশেষ অভ্যাসে
বীজ থেকে উৎপ
গঠন ও ফুল পা
প্রথমত, এ
স্থানান্তর করতে
তলায় যেন ছিদ্র
তলদেশে প্রথমে
ভাল করে পরি
দিন। তার উপর
জাতীয় মাটি দি
হবে। যার মধ্যে
চুন ও দু'মুঠো ভ
গোবর সার দিে
জৈব সার দেওয়
২০ গ্রাম সিঙ্গল
এবং ১৫ গ্রাম
পটাশ মেশাতে
রকম ইউরিয়া
প্রয়োগ করা চল
করার ১০ দিন
থেকে নতুন টবে
করতে হবে।
গরম কালে
শীতকালে ১৫-
হাল্কা জল দিন।
ধারালো ব্লে
দিয়ে বেড়ে ওঠা
পরিকল্পনামাফিক
অনেক নতুন ডা
এবং গাছটি সুন্দর
ছেঁটে ফেলা ডাল
দিয়ে পাশে একটি
বালির উপর পুঁতে
জল দিতে থাকলে

চাষের দিশা
স্ট্রিট, ক

শোকসংবাদ